যোদ্ধার চিঠি

জামিল হাসান সুজন

(মুক্তিযোদ্ধারা দেশ ও জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। যে সব বীর, অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অকাতরে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্য আমার এ কবিতাটি উৎসর্গকৃত।)

তোমার কথা ভেবেছি তুহিন শীতে
তুষার ঝড় আর বরফে আচ্ছাদিত
নিঃসাড় নিথর হয়ে যাওয়া দেহে,
তোমার প্রতিচ্ছবি ছিল বড় বেশি
উষ্ণ, বড় বেশি উজ্জ্বল।
কী মমতা, কী মাধুরীতে মাখানো তোমার মুখ খানা।

তোমার কথা ভেবেছি প্রচন্ড দাব দাহে,
তপ্ত বালুকণা আর বিশীর্ণ চরাচরে
ঘর্মাক্ত কলেবরে, ভারী বুট, পোশাক
আর অস্ত্রের ভারে নুয়ে পড়া দেহে।
তোমার সুশ্রী মুখ খানা বড় বেশি প্রশান্ত,
অচঞ্চল ও মুগ্ধময়।

তোমার কথা ভেবেছি ঘোর বরষায়
তুমুল বৃষ্টির ভেতর বারুদের পোড়া গন্ধ,
শত্রুর মর্টার আর মেশিন গানের
অবিরত গর্জন, মৃত্যুর খুব কাছাকাছি।
ঠিক সেই ক্ষণে তুমি। শঙ্কা আর ভয়
যখন হাত ধরাধরি করে হাঁটছে,
চোখের সমুখে এসে দাঁড়িয়েছ তুমি।
আশ্চর্য এক নিয়তির মত।

তোমার কথা ভুলতে পারিনা এক দন্ড।

পাঁজরে গুলি খেয়ে রক্তাক্ত শরীরে
নদীতে ভাসতে ভাসতে
যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভেবেছি তোমার কথা।
এই জল আর ঢেউ, বৃষ্টি, গুলির শব্দ, প্রকৃতির
সবুজ, কোমল স্পর্শ- সবকিছু ছাপিয়ে
শুধু তোমার কথাই মনে হয়েছে।

কবরের ভেজা মাটি আর শব্দহীন
নীরবতার মাঝেও তোমার ছবি দেখেছি,
ভেবেছি তোমার কথা।
অত্যন্ত স্পষ্ট, জাজ্বল্যমান স্মৃতির মত
তুমি বড় সত্য হয়ে আছো।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ১৮/০৩/২০০৬